দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনার্সে ইংরেজী বাধ্যতামূলক

আনোয়ার আলদীন ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন্ন শিক্ষাবর্ষ হইতে অনার্স শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে। অনার্স-মাষ্টার্স পাস করার পরও ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজীতে কথোপকথন ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। আসন্ন শিক্ষাবর্ষ হইতে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ১৮টি বিভাগে বাধ্যতামূলক ইংরেজী শিক্ষা চালু হইতেছে। ঈদুল ফিতরের পর পরই এই শিক্ষা বর্ষে অনার্স শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবে। তবে ভর্তি পরীক্ষার দিনক্ষণ এখনও নির্ধারিত হয় নাই।

অনার্সে সমন্বিত কোর্সের অংশ হিসাবে এই ১০০ নম্বরের ইংরেজীর পাশাপাশি আরও ১০০ নম্বরের বাংলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার চিন্তা-ভাবনা হইতেছে বলিয়া গতকাল ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী জানাইয়াছেন। বাধ্যতামূলক ইংরেজী শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হইবে। ইহাছাড়া ইউসিস, বৃটিশ কাউন্সিল, আইডিআরসি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিতে সম্মত হইয়াছে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া বর্তমানে অনেকাংশে নোটসর্বস্ব হইয়া পড়ায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মূল বই পড়ে না বলিলেই চলে। পরীক্ষার পূর্বে তাই নোট ফটোকপির ধুম পড়িয়া যায়। দেখা যায় মূল বইয়ের নাম পর্যন্ত জানে না কেউ কেউ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মূল রেফারেন্স ও পাঠ্য বইগুলি ইংরেজীতে লিখিত হওয়ায় ছাত্ররা সহসা উহা পড়িতে যায় না। সাম্প্রতিককালে ইংরেজী পাঠ্য ও রেফারেন্স বইগুলির কিছু কিছু বাংলায় অনুবাদ হইতেছে। ফলে ইংরেজী এক প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী নির্বাসনই দিয়াছে। তবে ভাল ফলাফলে আগ্রহী ছাত্ররা মূল পাঠ্যই পড়ে এবং ইংরেজীতে উত্তরপত্র লিখিয়া থাকে। কেহ কেহ স্বপ্রণোদিত হইয়াই ইংরেজী চর্চা ও শিক্ষা করে।

যে বিষয়গুলিতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা হইবে তাহা হইল: বাংলা, ভাষাতত্ত্ব, আরবী, ইসলামী শিক্ষা, উর্দু ও ফার্সী, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও পালি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং লোক প্রশাসন বিভাগ।

ভিসি প্রফেসর এ, কে, আজাদ চৌধুরী গতকাল ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকাশের অসুবিধা দূর হইবে ও ইংরেজী টেক্সটবুক পঠনে সাবলিলতা আসিবে। তিনি জানান, অনার্স-মাস্টার্স পাস করিয়াও ইংরেজীতে পারদর্শিতা অর্জন করিতে পারে না অনেকে। ইহা খুবই লজ্জাজনক। গতানুগতিকভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের পারদর্শী হইতে সহায়তা করা হইবে।